পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের

কল্যাণকামী আইন,২০০৭

সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যুক্ত রয়েছেন তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৭ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করেন। এখানে মনে রাখা দরকার, অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশই মহিলা শ্রমিক।

এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

- কয়েকটি ক্ষেত্রের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং জীবনের মানোন্নয়ন তথা কল্যাণের জন্যই এই আইন। এছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সহায়তা এ আইনের মাধ্যমে দেওয়া যাবে।
- সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রযোজ্য।
- যেসব ব্যক্তি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং মিসলেনিয়াস প্রভিশনস আইন ১৯৫২ - এর অধীনে সুবিধা পান তাঁরা এই আইনের আওতায় কোন সুবিধা পাবেন না।
- এই আইনের ৩ নং ধারার 'ক' এবং 'খ' শ্রেণীভুক্ত (বিস্তারিত নীচে দেওয়া আছে পৃষ্টা নং ১১৩, ১১৪ দ্রষ্টব্য) নির্দিষ্ট যে অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলি আছে, সেগুলিকেই 'অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্র' বলে। এছাড়াও এই ধরণের অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে পড়ে এমন আরো যে সমস্ত কাজের শাখা আছে, সেগুলিকেও অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে ধরা হয়।
- 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক' বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা মজুরি পান এবং এই ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তভাবে নিজ উদ্যোগে জীবিকার জন্য কোন কাজ বা ব্যবসায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেও শ্রমিক হিসেবে ধরা হবে।
- এখানে মজুরির অর্থ পারিশ্রমিক, যা মালিক সরাসরি দিতে পারেন বা কোন সংস্থা অথবা ঠিকাদারের মারফৎ কোন একজন মালিক অথবা একের বেশি মালিক পক্ষ নগদে অথবা দ্রব্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোন শ্রমিককে সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে অথবা মাসের হিসাবে দিতে পারেন।
- রাজ্য সরকার, অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ''পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ'' নামে যে বোর্ড রয়েছে, সেই বোর্ডের অধীনে আঞ্চলিক অফিস গঠন করতে পারেন এবং এই আইনের মূল লক্ষ্য যাতে পালিত হয়, তা এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারেন। এই আইন অনুযায়ী যে সব স্কীম নেওয়া হবে তার তহবিল বা ফান্ড এই বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

- প্রতি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, যাঁরা ১৮ বছর বয়স সম্পূর্ণ করেছেন কিন্তু এখনও ৬০ বছর হয় নি তাঁরা এই আইনের অধীনে সুবিধা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করার যোগ্য।
- বোর্ডের মনোনীত আধিকারিকের কাছে নাম নথিভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এর জন্য সর্বাধিক কুড়ি টাকা লাগবে।
- যেসব অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের সহায়তা প্রকল্পের অধীনে আগেই নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা এই আইনের অধীনেও সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের আলাদা করে কোন দরখাস্ত করতে হবে না।

(বিশেষত যেসব ক্ষেত্রগুলিতে মহিলারা অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত)

শ্রেণী - 'ক'

১) জামা-কাপড় তৈরি শিল্প

২) রেশমগুটির চাষ

৩) চুড়ি তৈরি

৪) এমব্রয়ডারির কাজ

৫) কাজুবাদাম প্রসেসিং

৬) ক্লিনিক্যাল নার্সিং হোম (চিকিৎসাজনিত কাজে ব্যবহৃত নার্সিং হোম)

৭) সিল্ক প্রিন্টিং

৮) ডাল কল

৯) তেল কল

১০) ডেকরেশন বা সজ্জা

১১) পোষাক প্রস্তুতি

১২) ঘুড়ি ও লাটাই তৈরি

১৩) টাইপ কপি করার কাজ

১৪) মাটির বাসন বানানোর কাজ

১৫) বিড়ি শিল্প

শ্রেণী - 'খ'

১) ভারবহনকারী

২) জেলে

৩) রাস্তার হকার (খবরের কাগজের হকারি সমেত)

৪) আয়া (যাঁরা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে রোগীর আত্মীয়দের দ্বারা নিযুক্ত হন)

৫) তাঁত ও অন্যান্য হস্তশিল্প

৬) গৃহ পরিচারিকা

জেনে রাখা দরকার

কোন মালিক বা মালিক পক্ষ বা কোন সংস্থা বা ঠিকাদার উপরিউক্ত নিয়ম-নীতি মেনে না চললে ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।